প্রেস রিলিজ

তারিখ: ০৯ নভেম্বর ২০২৬

বাউবিতে নজরুল বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা

নজরুলের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান সংস্কৃতিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাউবি) যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'নজরুল বর্ষ উদযাপন' উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার (৯ নভেম্বর ২০২৬) সকাল ১০টায় গাজীপুরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন ও সীমাবদ্ধতার বাইরে থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। ১৯৯২ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে তিন লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সাহিত্য ও সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে নজরুল বর্ষ উদযাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের সংস্কৃতি বর্তমানে নানা অবক্ষয় ও অবহেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতি কেবল গান-বাজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি জাতির চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, আচরণ, ঐতিহ্য ও জীবনবোধের সামগ্রিক প্রকাশ। সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে আগামী ডিসেম্বর থেকে জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব আয়োজনের কথা উল্লেখ করে তিনি সুস্থ, মানবিক ও জীবনমুখী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন"।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, "কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাদর্শন ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মূল ভাবনার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। নজরুলের শিক্ষা-চিন্তা ছিল প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে জীবনব্যাপী ও সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, বাউবি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষার্থীসংখ্যার বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেশের পাশাপাশি সাতটি দেশেও শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। একটি জাতির অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষায় নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ অপরিহার্য উল্লেখ করে তিনি সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি আরও বলেন, নজরুল বর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে জাতীয় কবির জীবন, সাহিত্য ও আদর্শ নতুনভাবে তুলে ধরার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং বাউবিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন"।

অনুষ্ঠানে 'কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা-দর্শন ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও বিশিষ্ট নজরুল গবেষক জনাব মো. জেহাদ উদ্দিন। প্রবন্ধে নজরুলের শিক্ষা-চিন্তা, সাম্যবাদী দর্শন, মানবমুক্তির প্রত্যয় এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়। উপস্থাপক তাঁর প্রবন্ধে নজরুলের মানবমুক্তি, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দর্শন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নজরুলের কাছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মানুষ তৈরি করা, কেবল চাকরিপ্রার্থী বা সনদধারী তৈরি করা নয়। তিনি ঔপনিবেশিক, মুখস্থনির্ভর ও বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে আত্মমর্যাদা, দেশপ্রেম, সৃজনশীলতা, কর্মমুখিতা ও মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার পাশাপাশি অনুবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, নারীশিক্ষা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নজরুল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে শিক্ষা নির্দিষ্ট শ্রেণি, বয়স বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাবে। তাঁর মতে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দর্শনের সঙ্গে নজরুলের সেই শিক্ষাভাবনার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার আদি দার্শনিক রূপকার হিসেবে অভিহিত করেন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাউবির প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজন

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd

কমিটির আহ্বায়ক ও এসএসএইচএল ডিন অধ্যাপক তানভীর আহসান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাউবির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার টি এম আহমেদ হুসেইন।

বাউবির মিডিয়া বিভাগের সিনিয়র ভিডিও স্পেশালিষ্ট (গ্রেড-১) মোঃ সরফ উদ্দিন খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ খালেকুজ্জামান খান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

Main Campus: Gazipur-1705, Bangladesh, Phone: +88 02 996691119, IP: +88 09666730730, Ex. 777
e-mail: iprd@bou.ac.bd, Website: www.bou.ac.bd